আল্লাহ কে?

মুফতি যুবায়ের আহমদ
পরিচালক : ইসলামী দাওয়াহ্ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১
www.jubaerahmad.com

হিলফুল ফুযুল প্রকাশনী
১৩৫/৩, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১, ০১৯৭৮ ১২৭ ৮০১
www.hilfulfujul.com

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী -২০১৭ ই.

আল্লাহ কে?

মুফতি যুবায়ের আহমদ

* **প্রকাশক.** আলহাজ ইঞ্জিনিয়ার তালাত মুহাম্মদ তৌফিকে এলাহী
* **স্বত্ব.** পরিবর্তন, পরিবর্ধন না করার শর্তে, অনুবাদকের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে যে কেউ বইটি প্রকাশ করতে পারবে। * **কম্পোজ.** আবু আমাতুল্লাহ * **প্রাপ্তিস্থান.** ইসলামী দাওয়াহ্ ইনস্টিটিউট মান্ডা, মুগদা, ঢাকা-১২১৪। বাংলাবাজার, বাইতুল মোকাররম সহ দেশের সম্ভ্রান্ত লাইব্রেরী সমূহ।

মূল্য. ৫০ টাকা মাত্র

ইনতেসাব

আল্লাহ ভোলা বান্দাদেরকে আল্লাহর সাথে জুড়িয়ে দেয়া ও দাওয়াতী কাজে নিজের জীবনকে ওয়াকফ করার প্রত্যাশায় ইসলামি দাওয়া ইনস্টিটিউট- এর ছাত্রদের হাতে তুলে দেয়া হলো।

যুবায়ের আহমদ

ভূমিকা

الحمد لله رب العلمين والصلوة السلام على سيدالمرسلين .

সব প্রশংসা সেই মহান রাব্বুল আলামীনের, যিনি আমাদেরকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীদের সরদার আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর।

একজন মুসলমান বা দা'য়ী হিসেবে আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের যতটুকু জানার প্রয়োজন ছিল সে পরিমান আমরা জানি না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামে পাকে নিজের পরিচয় তিনি নিজেই দিয়েছেন। যাতে তাঁর বান্দারা তাঁকে চিনতে পারে। অর্জন করতে পারে তাঁর পরিচয়। লাভ করতে পারে তাঁর নৈকট্য। তাই দীর্ঘদিন থেকে মনে আশা ছিল নিজের জন্যই আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে আয়াতগুলো বের করবো। কিন্তু সময়ের অভাবে তা হয়ে উঠেনি, কিছুদিন পূর্বে ছাত্রদের দিয়ে আয়াতগুলো একত্রিত করিয়েছি। এবার ফুলাতের খানকায় বসে এর তারতিব দেওয়ার সুযোগ হয়েছে।

বিন্যস্ত করতে গিয়ে প্রথমে আয়াতগুলোর সারমর্ম লেখা হয়েছে, এর পর আয়াতগুলো এনেছি। শেষে আয়াতগুলো থেকে আমরা কী শিখতে পেলাম তা পৃথকভাবে লেখা হয়েছে। কৃতজ্ঞতা জানাই ইসলামি দাওয়া ইনস্টিটিউট-এর ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রদের; তারা আয়াতগুলো বের করতে সহযোগিতা করেছে।

পাঠক পাঠিকার প্রতি আবেদন মানুষ মাত্রই ভুল করে, তাই ভুল ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে দিব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা এই গ্রন্থটিকে হাজারো মানুষের হেদায়াতের মাধ্যম বানান, আমাদের ও আপনাদেরকে কবুল করুন। আমিন।

যুবায়ের আহমদ
২৪/১২/১৬

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমত বরকত যে, তিনি আমাদেরকে তার বান্দা বানিয়েছেন। বানিয়েছেন শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত।

বান্দা হিসেবে আমাদের স্রষ্টাকে জানা-চেনা ও মানা আমাদের প্রত্যেকের জন্যই আবশ্যক। আল্লাহকে জানবো কীভাবে? হ্যাঁ, তিনি নিজেই কুরআনে পাকে তার পরিচয় সুন্দরভাবে দিয়েছেন। মুফতি যুবায়ের সাহেব কুরআন থেকে আল্লাহ সম্পর্কিত আয়াতগুলো একত্রিত করেছেন। নাম দেয়া হয়েছে 'আল্লাহ কে?' আমি এই বইটি প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। সেই সাথে প্রবল প্রত্যাশা, এই কাজে সহযোগীসহ সকল পাঠক-পাঠিকাকেও যেন মেহেরবান মালিক কবুল করেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ রইল, আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুদ্রণগত যেসব ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে সে জন্য আমি অনুতপ্ত। আমার এই অপরাধ মার্জনাযোগ্য মনে করে এই বইটির ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করলে আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকার জন্য আমার মালিকের দরবারে এই পার্থনা রইল, তিনি যেন তাদের সাথে আমাকে ও গ্রন্থকারকে ক্ষমারযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেন।

তালাত মোহাম্মাদ তৌফিকে এলাহী
০৪/০১/২০১৭

সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর খলিফা বিশ্ব বিখ্যাত দা'য়ী-এ ইসলাম হযরত **মাওলানা কালিম সিদ্দিকী দা.বা. এর**

বাণী

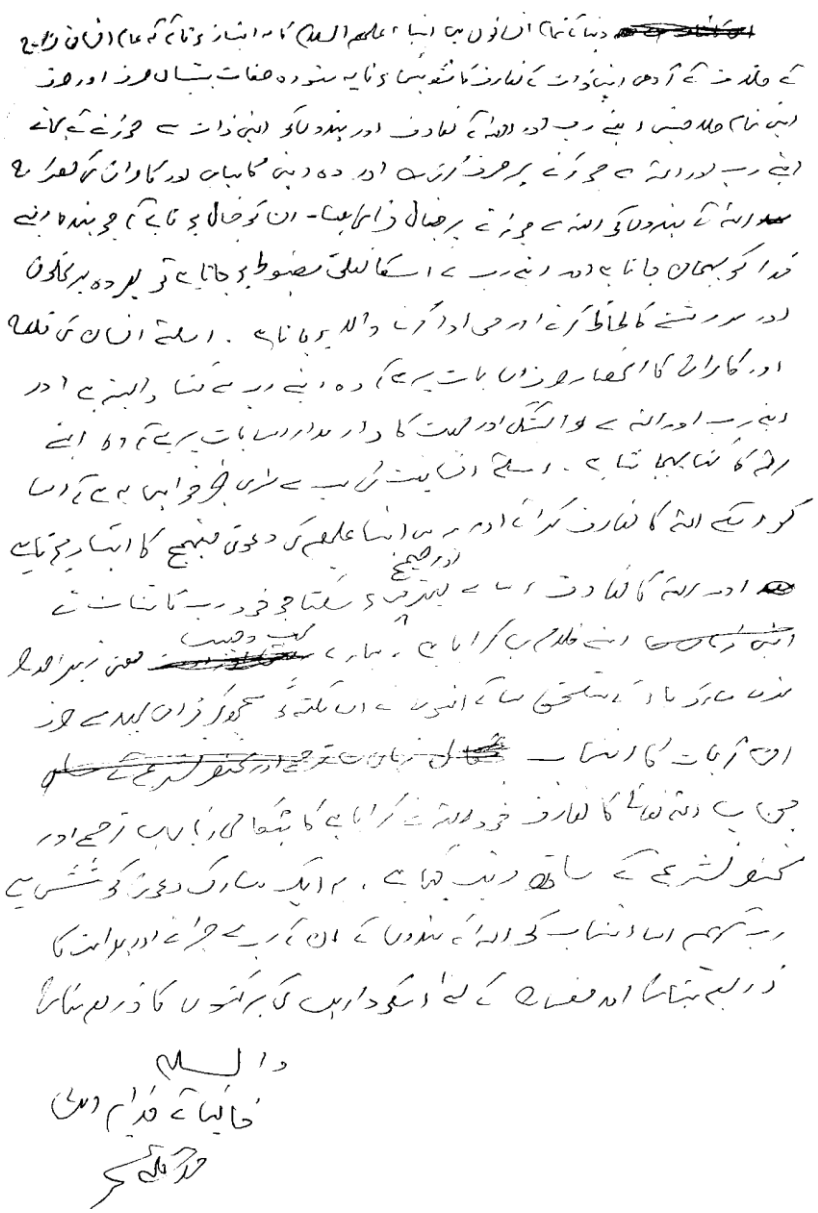

অনুবাদ

আম্বিয়া আ.এর প্রাধান্য সকল মানুষের উপর। কারণ তাদের চিন্তাধারা সাধারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনা থেকে ভিন্ন। মানুষ চায় নিজের পরিচয় অন্যের সামনে ফুঠিয়ে তুলতে। এর জন্য চেষ্টাও করে অনেক। আর আম্বিয়া আ. তাদের পুরো যোগ্যতাকে ব্যয় করেন আল্লাহর পরিচয় আল্লাহর বান্দাদের কাছে তুলে ধরতে। তাঁদের প্রচেষ্টা ছিল আল্লাহর বান্দাদের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে মজবুত করে দেওয়া।

আমাদেরও উচিত আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দাদেরকে সম্পর্ক করিয়ে দেয়া। এটাই হবে আমাদের সফলতা ও কামিয়াবীর চূড়ান্ত মাধ্যম।

আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর সাথে জোড়ানো এটা কুরআনী চিন্তা। ইচ্ছা থাকবে আল্লাহর বান্দা যেন নিজ প্রভু আল্লাহকে চিনতে পারে এবং আল্লাহর সাথে যেন বান্দার সম্পর্ক শক্তিশালী হয়। তাহলে সে প্রতিবেশী ও মাখলুকাতের হক আদায়কারী হয়ে যাবে।

বান্দার সাথে তার রবের সম্পর্কই হলো বান্দার সফলতার মাপকাঠি। আর নিজ প্রতিপালক আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও ভালোবাসার ভিত্তি হলো আল্লাহকে চিনতে পারা।

তাই মানবজাতীর সবচেয়ে বড় কল্যাণকামিতা হলো মানুষকে তার মালিক আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। আর আম্বিয়া আ. এর দাওয়াতী পদ্ধতির অনুসরণ ও এত্তেবা করা। সেই সফল ব্যক্তি যে মানুষকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং নিজে তাঁর গোলামী ও দাসত্ব করে।

আমার স্নেহের প্রিয় মুফতি যুবায়ের আহমদ সাহেব তিনি ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য, কারণ তিনি এই সূক্ষ্ম বিষয়টি বুঝতে পেরে কুরআনে মাজিদ থেকে শুধু আল্লাহ সম্পর্কিত আয়াত সমূহ নির্বাচন করেছেন। এসব আয়াতের বাংলা অনুবাদ কিছু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা যোগ করে একটি পুস্তিকা সংকলন করেছেন। এটা একটি মুবারক দাওয়াতী প্রচেষ্টা।

রব্বে কারিম তাকে তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর সাথে জোড়ানোর ও হেদায়াতের মাধ্যম বানান এবং মুফতি সাহেবের জন্য এটা ইহকাল ও পরকালের বরকতের মাধ্যম বানান। আমিন!

ওয়াসসালাম
দ্বীনের নগণ্য খাদেম
মুহাম্মদ কালিম সিদ্দিকী

আল্লাহ কে?

আল্লাহ তা'আলা হলেন এমন এক সত্ত্বা যিনি এক। তার সাথে কোনো শরিক নেই। আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে আপনাদেরকে কিছু জানাতে চাই। আল্লাহ তা'আলা বিশ্বসমূহের প্রতিপালক। আল্লাহ তা'আলা দয়াময়। আল্লাহ করুণাময়। আল্লাহ তা'আলা কেয়ামত দিবসের মালিক। আল্লাহ তা'আলা জীবিত। আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর ধারক। আল্লাহ তা'আলা ঘুমান না। আল্লাহর তন্দ্রাও আসে না । আল্লাহ তা'আলা আসমান জমিন ও এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। আমরা যা দেখি বা না দেখি আল্লাহ সবকিছু জানেন। আল্লাহর সিংহাসন আসমান যমিনকে বেষ্টন করে আছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বোচ্চ। আল্লাহ তা'আলা মহান। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের অভিভাবক। আল্লাহ চিরঞ্জীব। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কেয়ামতের দিন সমবেত করবেন, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'আলা শান্তির দিকে আহ্বান করেন। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে সরল পথ দেখান। আল্লাহ তা'আলা আকাশকে কোনো ধরণের খুঁটি ছাড়া উপরে উঠিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র সূর্যকে নিয়োজিত করেছেন। আল্লাহর হুকুমে চন্দ্র-সূর্য নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে।

আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয় পরিচালনা করেন। আল্লাহ তা'আলার সাথে সকলের সাক্ষাৎ হবে। আল্লাহ তা'আলা জমিনকে প্রশস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা জমিনে পাহাড় স্থাপন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা জমিনে নদী-নালা তৈরী করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সব কিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মানুষের চিন্তা ফিকিরের জন্য রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। আল্লাহ তা'আলা জানেন নারীরা গর্ভে কী ধারণ করে, তাও জানেন কী বৃদ্ধি পায় আর কী কমে। আল্লাহ তা'আলা দৃশ্য অদৃশ্য সব কিছুর খবর জানেন। আল্লাহ তা'আলা যার জন্য ইচ্ছা রুজি বৃদ্ধি করেন, আর যার জন্য ইচ্ছা সংকুচিত করেন। আল্লাহ তা'আলা আসমান যমিন সব

কিছুর মালিক। আল্লাহ তা'আলা আসমান যমিন সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আল্লাহ তা'আলা এই পানি দ্বারা আমাদের খাবারের জন্য ফল ফুট বের করেন। আল্লাহ তা'আলা নৌকাকে আমাদের অনুকূল করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই সমুদ্রে নৌজাহাজ চলাচল করে। আল্লাহ তা'আলা নদ-নদীকে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সেবার জন্য চাঁদ-সূর্যকে নিয়োজিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা রাত দিনকে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা জানেন আমরা যা কিছু গোপনে করি বা প্রকাশ্যে করি।

আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে মৃত জমিনকে জীবিত করেন। আল্লাহ তা'আলা সত্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জীবন দান করেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মৃত্যু দান করেন। আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপর সক্ষম। আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন আমাদের বিচার করবেন। আল্লাহ তা'আলা আসমান জমিনের নূর- আলো। আল্লাহ তা'আলা সকল জীবকে পানি থেকে তৈরি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিজীব কেউ পেটে ভর দিয়ে হাঁটে। কেউ দু পা দিয়ে আবার কেউ চার পা দিয়ে হাঁটে। আল্লাহ তা'আলা যাকে যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ তা'আলা মহান আরশের প্রতিপালক। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রিজিক দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মৃত্যু দেবেন এবং পুনরায় জীবিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দূর্বল করে সৃষ্টি করেছেন এরপর যৌবনের শক্তি দিয়েছেন। আবার আমাদেরকে বার্ধক্য দ্বারা দুর্বল করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা মেঘমালাকে বাতাসের দ্বারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যান। আল্লাহ তা'আলা মেঘ থেকে পানি দ্বারা মৃত শহরকে জীবিত করেন। আল্লাহ তা'আলা মৃত জমিনকে জীবিত করেন। আল্লাহ তা'আলা জানেন কার বয়স কত হবে– কে বেশিদিন বাঁচবে আর কে কম দিন। আল্লাহ তা'আলা নিদ্রা দেন, যা অর্ধ মৃত্যু, আবার তা থেকে জীবিত করেন, জাগ্রত করেন।

আল্লাহ সব জিনিসের স্রষ্টা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রশান্তির জন্য রাতকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা দিনকে বানিয়েছেন আলোকিত ভাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য জমিনকে স্থির বানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য আকাশকে ছাদ স্বরুপ বানিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের সুন্দর আকৃতি দান করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে পবিত্র রিজিক

দান করেছেন। আল্লাহ সত্য কিতাব কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ আমাদের প্রতি খুবই অনুগ্রশীল। আল্লাহ তা'আলা এক। আল্লাহ তা'আলা সমকক্ষ কেউ নেই। আল্লাহ তা'আলা অমুখাপেক্ষী, আমরা সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। আল্লাহর কোনো সন্তানাদি নেই। আল্লাহও কারো সন্তান নন।

দেখুন আল্লাহ তা'আলা নিরে বিষয়ে কী বলেন। আল্লাহ নিজেই তার কালামে নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

আল্লাহ কে?

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

আর তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই। -বাকারা-১৬৩

وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকেই রাজ্য দান করেন। আর আল্লাহ হলেন অনুগ্রহ দানকারী, সব বিষয়ে অবগত।-বাকারা: ২৪৭

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ .

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। -বাকারা: ২৫৫

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।-বাকারা:২৫৭

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

আল্লাহ ব্যতীত আর কোনোই উপাস্য নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন কেয়ামতের দিন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাছাড়া আল্লাহর চাইতে বেশি সত্যকথা আর কার হবে! -নিসা: ৮৭

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। আলে ইমরান-১৮

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

আর আল্লাহ শান্তি-নিরাপত্তার আলয়ের প্রতি আহবান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথ প্রদর্শন করেন। -ইউনুস: ২৫

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

আল্লাহ, যিনি ঊর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমণ্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত।

তোমরা সেগুলো দেখ। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন; যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

তিনিই ভুমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পাহাড় পর্বত ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দুই দুই প্রকার সৃষ্টি করে রেখেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে। -রা'দ: ২-৩

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা সঙ্কুচিত ও বর্ধিত হয়। এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে। -রা'দ: ৮

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। তারা পার্থিব জীবনের প্রতি মুগ্ধ। পার্থিব জীবন পরকালের সামনে অতি সামান্য সম্পদ বৈ নয়। -রা'দ :২৬

اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

তিনি আল্লাহ; যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সবকিছুর মালিক। কাফেরদের জন্যে বিপদ রয়েছে, কঠোর আযাব। -ইব্রাহীম:২

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডল সৃজন করেছেন এবং

আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্যে ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলা ফেরা করেএবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন।

ইবরাহীম: ৩২-৩৩

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ

আল্লাহ জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। -নাহাল:১৯

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তদ্বারা জমিনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন। নিশ্চয় এতে তাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা শ্রবণ করে। -নাহাল: ৬৫

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

এগুলো এ কারণে যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। -হজ: ৬

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছ, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন। -হজ :৬৯

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্ব দ্রষ্টা! -হজ:৭৫

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ

مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য। তাতে পূতঃপবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্যে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত। -নূর:৩৫

وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভয় দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে; আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। -নুর:৪৫

اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

আল্লাহ সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদেরকে রিয্ক দিয়েছেন। এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন, পরে আবার তোমাদের জীবন দেবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এগুলোর কোন কিছু করতে পারবে? তিনি পবিত্র এবং তারা যাদের শরীক করে তা থেকে তিনি উর্ধ্বে। সূরা রূম: ৪০

اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

আল্লাহ তিনিই, যিনি দূর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন আর দূর্বলতার পর শক্তি দান করেন। আবার শক্তির দেয়ার পর পূণরায় দুর্বলতা ও বার্ধক্য দেন। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

- রূম:৫৪

اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

আল্লাহ যিনি নভোমন্ডল, ভুমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না? সিজদা: ৪

وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ

আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে। অতঃপর আমি তা মৃত ভূ-খন্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর তদ্বারা সে ভূ-খন্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে দেই। এমনিভাবে হবে পুনরুত্থান। -ফাতির: ৯

وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, তারপর করেছেন তোমাদেরকে যুগল। কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসব করে না; কিন্তু তাঁর জ্ঞাতসারে। কোন বয়স্ক ব্যক্তি বয়স পায় না। এবং তার বয়স হ্রাস পায় না; কিন্তু তা লিখিত আছে কিতাবে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। -ফাতির: ১১

اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না

এবং অন্যান্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। যুমার: ৪২

اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যুমার-৬২

وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

আল্লাহ ফয়সালা করেন সঠিকভাবে, আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, তারা কিছুই ফয়সালা করে না। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। -সূরা মুমিন:২০

اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

তিনিই আল্লাহ যিনি রাত্র সৃষ্টি করেছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্যে এবং দিনকে করেছেন দেখার জন্যে। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। মুমিন: ৬১

اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

আল্লাহ, পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের জন্যে বাসস্থান, আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন পরিচ্ছন্ন রিযিক। তিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা। বিশ্বজগতের পালনকর্তা, আল্লাহ বরকতময়। গাফির: ৬৪

اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ

আল্লাহই সত্যসহ কিতাব ও ইনসাফের মানদন্ড নাযিল করেছেন। আপনি কি জানেন, সম্ভবত: কেয়ামত নিকটবর্তী। শুরা: ১৭

اللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা, রিযিক দান করেন। তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী। শুরা: ১৯

اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

তিনি আল্লাহ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের উপকারার্থে আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। জাছিয়াহ: ১২

<u>শিক্ষা</u>

উল্লিখিত আয়াতে আমরা অনেক কিছু শিখতে পেলাম, এর মধ্যে থেকে কয়েকটি উল্লেখ করা হলে।

শিক্ষা–১

আমরা শিখতে পেলাম আমাদের স্রষ্টা একজন আছেন। আর তিনি হলেন আল্লাহ। তার সাথে কোনো শরিক নেই।

শিক্ষা–২

আল্লাহ আমাদেরকে সর্বদা দেখেন। আমরা গোপনে বা প্রকাশ্যে যা কিছু করি সবকিছু দেখেন।

শিক্ষা–৩ আমাদের জান আল্লাহ দিয়েছেন। আল্লাহই আমাদের মৃত্যু দান করেন। আবার তারই কাছে ফিরে যেতে হবে।

শিক্ষা–৪

মৃত্যুর পর কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে।

শিক্ষা–৫

পরকাল বলতে একটা জগত আছে। মৃত্যুর পর পুনরায় আমাদের উঠতে হবে।

শিক্ষা–৬

আমাদের বিভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন।

শিক্ষা–৭

আমাদের চিন্তা, বুদ্ধি, শক্তি, দুর্বলতা আল্লাহই দিয়েছেন।

শিক্ষা–৮

ইবাদাত উপাসনা শুধু আল্লাহ তা'আলারই করতে হবে।

শিক্ষা–৯

আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার বানানো যাবে না।

শিক্ষা– ১০

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে খাঁটি মুসলমান হয়ে মৃত্যু বরণ করতে হবে।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি...

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদের জন্য আকাশকে ছাদ স্বরুপ বানিয়েছেন। জমিনকে বানিয়েছেন বিছানা স্বরূপ। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা আমাদের খাবারের জন্য ফল-ফ্রুট বের করেন।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি জমিনে যা কিছু আছে সব কিছু আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি মায়ের গর্ভে আমাদের আকৃতি দান করেছেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদের হেদায়াতের জন্য কিতাব কুরআন পাঠিয়েছেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি তারকাকে আমাদের জন্য অন্ধকার রাতে সমুদ্রে দিক নির্দেশক বানিয়েছেন।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি এক ব্যক্তি (আদম) থেকে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আকাশ থেকে পানি দান করেন। সেই পানি দ্বারা সবুজ শ্যামল বিভিন্ন জাতের শষ্য বের করেন। বিভিন্ন স্বাদের ফল মূল তৈরি করেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদেরকে দুনিয়াতে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমাদেরকে পরিক্ষা করার জন্য একে অন্যের উপর মার্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি বৃষ্টি আসার পূর্বেই সুসংবাদ হিসেবে বাতাস পাঠিয়ে দেন, অতঃপর মেঘ থেকে বৃষ্টি দান করেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদেরকে এক মা বাবা থেকে সৃষ্টি করেছেন। এবং আমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি রাসূলগণকে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন। সকল ধর্মের উপর দ্বীনকে প্রকাশ করার জন্য। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদেরকে স্থলে বা সাগরে ভ্রমণ করান। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি

আমাদেরকে নৌকা বা জাহাজের প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আসমান যমিনকে ৬ দিনে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদেরকে পরীক্ষা করেন, কে কতটুকু আমল করতে পারি।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদেরকে বজ্র দেখান যাতে আমরা ভিত ও আশান্বিত হই।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি বিশাল মেঘমালাকে আকাশের নিচে শূন্যে পরিচালনা করেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন সেই পানি আমরা পান করি। সেই পানি থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। সেগুলোর মাঝে আমরা পশু চারণ করি।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি সমুদ্রকে আমাদের কাজে লাগিয়ে দেন, সেখান থেকে আমরা তাজা মাছের মাংস খেতে পারি। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি সমুদ্র থেকে আমাদের ব্যবহারের জন্য অলংকারাদি যেমন মনি-মুক্তা যহরত বের করেন। যাতে আমরা শুকরিয়া আদায় করি।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি রাত দিনের পারিবর্তন করেন। যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি দুই সমুদ্রকে একত্রে পাশাপাশি চালান, একটির পানির স্বাদ মিষ্টি অপরটির স্বাদ লবণাক্ত।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আসমান জমিনের মালিক। যার কোনো সন্তানাদি নেই, তার সাথে কোনো অংশীদার নেই।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আকাশ থেকে আমাদের রিজিক দান করেন, আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদেরকে বিভিন্ন নিদর্শন দেখান। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা তারপর এক ফোঁটা পানি দ্বারা। সেই পানিকে একটি গোশতের টুকরা বানান, এভাবে বিভিন্ন আবর্তনের পর একটি শিশু হিসেবে দুনিয়াতে আমাদেরকে বের করেন। এরপর দান করেন যৌবন। অতঃপর পৌঁছান বার্ধক্যে। এরপর দেন মৃত্যু।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি কোনো কিছু তৈরি করতে ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও' সাথে সাথে তা হয়ে যায়।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আসমান জমিনকে পরিবেষ্টনকারী, তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করেন।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি জমিনের ভিতরে বাহিরে যা কিছু আছে সব কিছু জানেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদের সাথে আছেন।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমরা যা কিছু করি সব কিছু দেখেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদের উপর বিভিন্ন নিদর্শন অবতীর্ণ করেন। আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি মানুষেকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।

আরো বিস্তারিত দেখুন আল্লাহ নিজে তার কালামে পাকে কী সুন্দর ভাবে নিজের ব্যাপারে উপাস্থাপন করেছেন।--

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। -আলে ইমরান: ৬

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মোধ্যকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলেনঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্নেরা ছাড়াঅপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। আলে ইমরান: ৭

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা স্থল ও

জলের অন্ধকারে পথ প্রাপ্ত হও। নিশ্চয় যারা জ্ঞানী তাদের জন্যে আমি নির্দেশনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি। আনআম: ৯৭

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ

তিনিই তোমাদেরকে একব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর একটি হচ্ছে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা ও একটি হচ্ছে গচ্ছিত স্থল। নিশ্চয় আমি প্রমাণাদি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্যে, যারা চিন্তা করে। আনআম: ৯৮

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

তিনিই আকাশ থেকে পানিবর্ষণ করেছেন অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি, অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্মবীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্নগাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয় এগুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্যে। -আনয়াম: ৯৯

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে; আর তার থেকেই তৈরি করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে। অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করল, তখন, সে গর্ভবতী হল। অতি হালকা গর্ভ। সে তাই নিয়ে চলাফেরা করতে থাকল।

তারপর যখন বোঝা হয়ে গেল, তখন উভয়েই আল্লাহকে ডাকল যিনি তাদের পালনকর্তা যে, তুমি যদি আমাদেরকে সুস্থ ও ভাল দান কর তবে আমরা তোমার শুকরিয়া আদায় করব। -আরাফ: ১৮৯

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে। -তাওবা:৩৩

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমিনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরি করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সব ‘বিষয়ে অবহিত। বাকারা: ২৯

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ

তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে নাজিল করেন রুজী। চিন্তা-ভাবনা তারাই করে, যারা আল্লাহর দিকে রুজু থাকে। -মুমিন: ১৩

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

তিনি তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা, অতঃপর শুক্রবিন্দু দ্বারা, অতঃপর জমাট রক্ত দ্বারা, অতঃপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর তোমরা যৌবনে পদর্পণ কর, অতঃপর বার্ধক্যে উপনীত

হও। তোমাদের কারও কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নির্ধারিত কালে পৌঁছ এবং তোমরা যাতে অনুধাবন কর। -গাফির: ৬৭

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। যখন তিনি কোন কাজের আদেশ করেন, তখন একথাই বলেন, হয়ে যা’-তা হয়ে যায়। মুমিন: ৬৮

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন পাপসমূহ মার্যনা করেন এবং তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। শুরু: ২৫

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনিই কার্যনির্বাহী, প্রশংসিত।-শুরা: ২৮

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

তিনিই উপাস্য নভোম›লে এবং তিনিই উপাস্য ভুম›লে। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞাণী। -যুখরুফ: ৮৪

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নভোম›ল ও ভূম›লের বাহিনী সমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ফাতাহ: ৪

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন। ফাতাহ: ২৪

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহ যথেষ্ট। -ফাত্হ: ২৮

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। হাদীদ: ৩

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তিনি নভোম-ল ও ভূ-ম-ল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। -হাদীদ: ৪

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। -মুলক :১৫

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। -আনআম: ১৬৫

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই।অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনি ভাবে মৃতদেরকে বের করব-যাতে তোমরা চিন্তা কর। -আরাফ:৫৭

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে; আর তার থেকেই তৈরি করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে। অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করল, তখন সে গর্ভবতী হল। অতি হালকা গর্ভ। সে তাই নিয়ে চলাফেরা করতে থাকল। তারপর যখন বোঝা হয়ে গেল, তখন উভয়েই আল্লাহকে ডাকল যিনি তাদের পালনকর্তা যে, তুমি যদি আমাদেরকে সুস্থ ও ভাল দান কর তবে আমরা তোমার শুকরিয়া আদায় করব। -আরাফ: ১৮৯

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

তিনিই তোমাদের ভ্রমণ করান স্থলে ও সাগরে। এমনকি যখন তোমরা নৌকা সমূহে আরোহণ করলে আর তা লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলল এবং তাতে তারা আনন্দিত হলো, নৌকাগুলোর উপর এল তীব্র বাতাস, আর সর্বদিক থেকে সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে লাগল এবং তারা জানতে পারল যে, তারা অবপ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে লাগল

আল্লাহকে তাঁর এবাদতে নিঃস্বার্থ হয়ে যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোল, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। -ইউনুস: ২২

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

তিনি তোমাদের জন্য তৈরি করেছেন রাত, যাতে করে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পার, আর দিন দিয়েছেন দর্শন করার জন্য। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন রয়েছে সেসব লোকের জন্য যারা শ্রবণ করে। -ইউনুস: ৬৭

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

তিনিই আসমান ও জমিন ছয় দিনে তৈরি করেছেন, তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো কাজ করে। আর যদি আপনি তাদেরকে বলেন যে, "নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত ওঠানো হবে, তখন কাফেরেরা অবশ্য বলে এটা তো স্পষ্ট যাদু -হুদ:৭

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ

তিনিই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান ভয়ের জন্য এবং আশার জন্য এবং সৃষ্টি করেন ঘন মেঘমালা। -রা'দ: ১২

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে তোমরা পানকর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ কর। -নাহল: ১০

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা

তাজা গোশত খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলঙ্কার। তুমি তাতে জলযান সমূহকে পানিচিরে চলতে দেখবে এবং যাতে তোমরা আল্লাহর কৃপা অন্বেষণ কর এবং যাতে তার অনুগ্রহ স্বীকার কর। -নাহল: ১৪

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

তিনি তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা খুবই অল্প কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক।

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তারই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। মুমিনুন: ৭৮-৭৯

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তিনিই প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং দিবা-রাত্রির বিবর্তন তাঁরই কাজ, তবু ও কি তোমরা বুঝবে না? -মুমিনুন: ৮০

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

তিনি হলেন যাঁর রয়েছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে। -ফুরকান: ২

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহী রূপে প্রেরণ করেন। এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্যে পানি বর্ষণ করি। ফুরকান: ৪৮

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا

তিনিই সমান্তরালে দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, এটি মিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক ও এটি লোনা, বিস্বাদ; উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়, একটি দুর্ভেদ্য আড়াল। ফুরকান: ৫৩

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর তাকে রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম। ফুরকান: ৫৪

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا

তিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের অন্তরবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়। তাঁর সম্পর্কে যিনি অবগত, তাকে জিজ্ঞেস কর। ফুরকান :৫৯

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

যারা অনুসন্ধান প্রিয় অথবা যারা কৃতজ্ঞতা প্রিয় তাদের জন্যে তিনি রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীল রূপে। -ফুরকান:৬২

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে সমকক্ষ করো না। বস্তুতঃ এসব তোমরা জান। -বাকারা: ২২

শিক্ষা

উল্লিখিত আয়াত সমূহে যদি আমরা চিন্তা ভাবনা করি, তাহলে অনেকগুলো শিক্ষনীয় বিষয় আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। এখানে আমরা কয়েকটি শিক্ষার কথা উল্লেখ করলাম।

শিক্ষা-১

আল্লাহ তা'আলা সর্বদা আমাদেরকে দেখছেন। অতএব তার সামনে পাপ কাজ করা যাবেনা।

শিক্ষা-২

অন্তরে প্রশান্তি লাভের জন্য আল্লাহর উপর বিশ্বাসী হতে হবে, মুসলমান হতে হবে। তাহলেই অন্তরে প্রশান্তি লাভ করা সম্ভব। বিত্তশালী হলে আন্তরে শান্তি লাভ হয় না। বড় শিক্ষিত হলে অন্তরে শান্তি আসে না। আসুন অন্তরে প্রশান্তির জন্য আল্লাহর কাছে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সপে দিই।

শিক্ষা-৩

দুই সমুদ্র একত্রে চলে, কিন্তু স্বাদ ভিন্ন, রং ভিন্ন এবং এর মধ্যে জাহাজ চলে, সে তার ক্ষমতায় চলতে পারে না, বরং আল্লাহ পারিচালনা করেন, মানুষের অনুকূলে করে দেন। এর জন্য প্রয়োজন বেশি বেশি করে সফর করা এবং আল্লাহর শক্তি ও নিদর্শনসমুহ দেখা।

শিক্ষা-৪

আমরা অনেকে মনে করি মানুষ প্রাকৃতিক ভাবেই জন্ম নেয়, বড় হয়ে আবার মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু আল্লাহর কালাম পড়ে জানতে পারলাম আমাদের ধারণা ভুল, বরং আল্লাহ তা'আলাই মায়ের গর্ভে শিশুকে প্রতিপালন করেন। নবজাতক শিশু হিসাবে দুনিয়াতে পাঠান, আবার যৌবন দান করেন। অতপর দান করেন বার্ধক্য, এরপর আবার দুনিয়া থেকে নিয়ে যান। এসব কিছু আল্লাহই করেন।

এখন আমাদের প্রয়োজন সেই আল্লাহর উপাসনা করে পরকালের প্রস্তুতি নেয়া। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক জিনিস বুঝার ও আল্লাহকে চেনার তৌফিক দান করুন আমিন।

শিক্ষা-৫

আমরা অনেকেই মনে করতাম যে গাছপালা শষ্য উদ্ভিদ এমনিই তৈরী হয়, কিন্তু কুরআনের আয়াতের দ্বারা আমাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। আয়াতগুলো থেকে জানতে পারলাম ও শিখতে পেলাম, উদ্ভিদ এমনিতেই

হয় না, বরং আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য পশু পাখির জন্য নিজে তৈরী করেছেন। আল্লাহ কত বড় দয়াবান। এর পরও আমরা আল্লাহকে মানি না।

শিক্ষা-৬

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়াতে এমনিই পাঠাননি। খাবো দাবো আর ফুর্তি করবো, এই জন্য দুনিয়াতে পাঠাননি। বরং আমাদেরকে পাঠিয়ে তিনি পরিক্ষা করেন যে, কে কতটুকু সুন্দর আমল করে। কে কতটুকু আল্লাহকে মানে। আসুন আমরা পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহকে মেনে মুসলমান হয়ে ভালোভাবে আমল করে পরীক্ষায় পাস করার চেষ্টা করি।

শিক্ষা-৭

এখান থেকে আর একটি জিনিস শিখতে পেলাম যে রিজিক আকাশে। এখানেও আমাদের অনেকের একটি ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। আমরা মনে করতাম, রিজিক হলো নিজের কাছে, যে যত চেষ্টা করবে, সে তত রিজিক পাবে, তত বিত্তশালী হবে।

আমরা অনেকে মনে করি অধিক পরিশ্রম করলে অধিক রিজিক পাওয়া যাবে, যদি এই ধারণা সঠিকই হতো তাহলে দিনমজুর যারা কাজ করে তারা সবচেয়ে বিত্তশালী হতো। কিন্তু এমনটিতো হয় না।

অনেকে আবার মনে করি অনেক লেখাপড়ার কারণে রিজিক বেশি আসবে। এ ধারা যদি সঠিকই হতো তাহলে শিক্ষিতরা বেকারত্বের জীবন কাটাতো না, অনেক বিত্তশালী আছে যারা অশিক্ষিত, তাদের অধীনে শিক্ষিত ব্যাক্তি কাজ করে। এসব কিছু দ্বারা প্রমাণিত হয় আমাদের ধারণা ভুল। আল্লাহ যা বলেছেন সেটাই সঠিক রিজিক আকাশে আল্লাহর কাছে যাকে ইচ্ছা রিজিক দান করেন, যাকে ইচ্ছা দান করেন না। আসুন আমরা খাঁটি মুসলমান হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে তার থেকে রিজিক অন্বেষণ করি।

শিক্ষা– ৮

আমাদের অনেকের ধারণা আমরা মনে করি যা কিছু দেখি এসব এমনিতেই হয়ে গেছে। বিষয়টি এমন নয় বরং এসব আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

শিক্ষা–৯

তারকা সৃষ্টির কারণ আমরা জানতে পেলাম, সমুদ্রের মাঝে রাতের অন্ধকারে নৌজান জাহাজ চলাচলের জন্য, তারকা দেখে দিক ঠিক করে জাহাজ চালক জাহাজ চালায়। তারকা দ্বারা আকাশকে সুসজ্জিত করেছেন আল্লাহ তা'আলা। আসুন আল্লাহর নিদর্শনগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা করি।

আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন।

শিক্ষা–১০

অমুসলিমরা মুসলমানদের রক্তের সম্পর্কের ভাই। কারণ তারা আদমের সন্তান। আর আদম হাওয়া থেকেই আমরা সকলেই এসেছি। আর আদমের সন্তান হিসেবে পিতার রক্ত সন্তানের মাঝে থাকলে সে রক্তের সম্পর্কেরই ভাই। সকল ভাইকে আগুন থেকে বাঁচাতে হবে। দাওয়াত দিতে হবে।

নিশ্চয় আল্লাহ-

নিশ্চয় আল্লাহ নির্বাচিত করেছেন আদম আ., নূহ আ., ইব্রাহিম আ., ও আলে ইমরানকে। নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক। অতএব তারই ইবাদত করতে হবে। এটাই সরল পথ।

নিশ্চয় যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, দুনিয়াতে যা কিছু আছে সব কিছু দিয়েও তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাবেনা।

নিশ্চয় আল্লাহ ছোট ও বড় দানা ফাটিয়ে গাছ তৈরি করেন। সেই গাছে আমাদের খাবারের জন্য ফল দান করেন।

নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক হলেন আল্লাহ, যিনি আসমান যমিন সৃষ্টি করেছেন।

নিশ্চয় আল্লাহ মানুষকে জীবন দেন মৃত্যু দেন।

নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের উপর জুলুম করেন না। বরং মানুষ নিজেদের উপর জুলুম করে।

নিশ্চয় আসমান যমিনে যা আছে সব আল্লাহ তা'আলার।

নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক সর্বদ্রষ্টা সর্বজ্ঞ।

নিশ্চয় আমি আল্লাহ আমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর।

নিশ্চয় তোমাদের উপাস্য আল্লাহকে এক জেনে রাখ, তোমরা যে বিষয়ে জান না তিনি সে বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।

নিশ্চয় আল্লাহ আসমান জমিনের অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী।

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে জান্নাতে দিবেন।

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي

تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকা সমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তা' আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তা দ্বারা মৃত জমিনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও জমিনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে। -বাকারা:১৬৪

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম (আ.), নূহ (আ.) ও ইব্রাহীম (আ.) এর বংশধর এবং এমরানের খান্দানকে নির্বাচিত করেছেন। -আলে ইমরান: ৩৩

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যারা কাফের, যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ আরও তদনুরূপ সম্পদ থাকে আর এগুলো বিনিময়ে দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, তবুও তাদের কাছ থেকে তা কবুল করা হবে না। তাদের জন্যে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। -মায়েদা: ৩৬

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ

الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

নিশ্চয় আল্লাহই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী; তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনি আল্লাহ অতঃপর তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ?

তিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষক। তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসেবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ। -আনয়াম: ৯৫-৯৬

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দৌড় স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। -আরাফ: ৫৪

إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ

আমার সহায় তো হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বস্তুত; তিনিই সাহায্য করেন সৎকর্মশীল বান্দাদের। -আরাফ: ১৯৬

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي

بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হলো মহান সাফল্য। -তাওবা:১১১

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

নিশ্চয় আল্লাহরই জন্য আসমানসমূহ ও জমিনের সাম্রাজ্য। তিনিই জিন্দা করেন ওমৃত্যু ঘটান, আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন সহায়ও নেই, কোনসাহায্যকারীও নেই। -তাওবা: ১১৬

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ যিনি তৈরি করেছেন আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি কার্য পরিচালনা করেন।কেউ সুপারিশ করতে পাবে না তবে তাঁর অনুমতি ছাড়া ইনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তাঁরই এবাদত কর। তোমরা কি কিছুই চিন্তা কর না -ইউনুস: ৩

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

আল্লাহ জুলুম করেন না মানুষের ওপর, বরং মানুষ নিজেই নিজের উপর জুলুম করে। -ইউনুস: ৪৪

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। -হিজ্‌র: ৮৬

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

তিনি আরও বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তার এবাদত কর। এটা সরল পথ। -মারইয়াম: ৩৬

إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

আমিই আল্লাহ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার এবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর। সূরা ত্বহা: ১৪

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহই, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সব বিষয় তাঁর জ্ঞানের পরিধিভুক্ত। -ত্বহা: ৯৮

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরণী সমূহ প্রবাহিত হয়। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। হজ: ১৪

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

আল্লাহ মুমিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। আল্লাহ কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। -হজ: ৩৮

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর। সূরা আহযাব: ৫৬

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا

নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছেন। -আহযাব: ৬৪

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

আল্লাহ আসমান ও জমিনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত। -ফাতির:৩৮

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল। -ফাতির: ৪১

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। আর যারা কাফের, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুস্পদ জন্তুর মতো আহার করে।

তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। সূরা মুহাম্মাদ: ১২

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অদৃশ্য বিষয় জানেন, তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। -হুজরাত: ১৮

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

আল্লাহ তা'আলাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত ।- জারিয়াত : ৫৮

শিক্ষা–১

আমরা ভাবি আমরা এমনিতেই লালিত পালিত হই বা আমরাই ছেলে মেয়েদের লালন পালন করি। বিষয়টি এমন নয় বরং আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতিপালক। মায়ের গর্ভে তিনিই লালন পালন করেন। মায়ের কোলে তিনিই লালন পালন করেন। আসুন আমরা সেই প্রতিপালকের উপাসনা করি।

শিক্ষা–২

আমরা মনে করি ক্ষেতে শষ্য দানা ফেলে দিলেই সেই দানা থেকে প্রাকৃতিকভাবেই শষ্য তৈরি হয়। এই ধারণাটিও ভুল প্রমাণিত হলো। আল্লাহ নিজেই বলেছেন তিনি নিজে ছোট দানা ও বড় দানা ফাটান অতপর সেই মৃত দানা থেকে জীবিত গাছ তৈরি করেন। সেই গাছের মধ্যে ফল দান করেন। আল্লাহই মুরগি থেকে ডিম বের করেন, আবার ডিম থেকে জীবিত মুরগি বের করেন। সেই শক্তিবান আল্লাহকেই আমাদের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষা–৩

আল্লাহর কাছে দুনিয়ার কোনো মূল্য নেই কারণ আল্লাহকে অস্বীকার কারীরা যদি পুরো দুনিয়ার পরিবর্তে মুক্তি পেতে চায় তাহলে তা পারবে না।

শিক্ষা–৪

আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মানুষ যে সব বিষয়ে অজ্ঞ, আল্লাহ সেসব বিষয়ে জানেন।

শিক্ষা–৫

আমাদের উপাস্য একজন তিনি হলেন আল্লাহ তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই অতএব আমাদেরকে শুধু আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে।

শিক্ষা–৬

আল্লাহ মুমিনদেরকে জান্নাত দেবেন। অর্থাৎ জান্নাত পেতে হলে মুমিন হতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে পাক্কা মুমিন মুসলমান হয়ে জান্নাতে যাওয়ার তাওফিক দান করুন।

শিক্ষা–৭

আল্লাহ মুমিনদে অবিভাবক। আল্লাহ যদি কারো অবিভাবক হয়ে যান তাহলে তার আর কোনো চিন্তাই নেই। আল্লাহ আমাদের অবিভাবক হয়ে যান। আমিন।

আল্লাহর জন্য .....

পূর্ব পশ্চিম আল্লাহর জন্য। যত দিক আছে সব আল্লাহর। দিকের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ আসমান জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহর। আসমানে গ্রহ নক্ষত্র, চাঁদ সূর্য পশুপাখি গাছপালা, মানুষ ইত্যাদি যা কিছু আমরা দেখি বা না দেখি সব কিছুর মালিক আল্লাহ। মানুষের মাঝে যা কিছু আছে সব আল্লাহর। যা আমরা প্রকাশ করি বা গোপন করি সব আল্লাহর।

আল্লাহর দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সব বিষয়ে সক্ষম।

সব জিনিস আল্লাহর বেষ্টনিতে। তার বেষ্টনির বাহিরে কেউ থাকতে পারে না। আসমান জমিনের রাজত্ব আল্লাহর। এর মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর উপর আল্লাহর রাজত্ব।

আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে।

আসমান জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহর সেজদা করে। পশু পাখি সেজদা করে। আল্লাহ ধনী।

এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নের আয়াতগুলো ভালো করে পড়ুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন।---

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

পূর্ব ও পশ্চিম আল্লারই। অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। - বাকারা:১১৫

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু জমিনে আছে, সব আল্লাহরই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাবনেবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান - সূরা বাকারা: ২৮৪

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

আর যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে সে সবই আল্লাহর এবং আল্লাহর প্রতিই সব কিছু প্রত্যাবর্তনশীল। -আলে ইমরান: ১০৯

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

আর যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে, সেসবই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা আযাব দান করবেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময়। আলে ইমরান: ১২৯

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আর আল্লাহর জন্যই হলো আসমান জমিনের বাদশাহী। আল্লাহই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী। -আলে ইমরান: ১৮৯

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا

যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে, সব আল্লাহরই। সব বস্তু আল্লাহর মুষ্ঠি বলয়ে। -নিসা: ১২৬

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.

আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও জমিনে সবই আল্লাহর। বস্তুতঃ আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদেরকে এবং তোমাদেরকে যেন তোমরা সবাই ভয় করতে থাক আল্লাহকে। যদি তোমরা তা না মান, তবে জেনো, সে সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার যা কিছু রয়েছে আসমান সমূহে ও জমিনে। আর আল্লাহহচ্ছেন অভাবহীন, প্রসংশিত।

আর আল্লাহরই জন্যে সে সবকিছু যা কিছু রয়েছে আসমান সমূহে ও জমিনে। আল্লাহই যথেষ্ট কর্মবিধায়ক। -নিসা: ১৩১-১৩২

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

নভোমন্ডল, ভূমন্ডল এবং এতদুভয়ে অবস্থিত সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। -মায়েদা: ১২০

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ

سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মেম ফলশীঘ্রই পাবে। -আরাফ: ১৮০

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

আর আল্লাহর কাছেই আছে আসমান ও জমিনের গোপন তথ্য; আর সকল কাজের প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে; অতএব, তাঁরই বন্দেগী কর এবং তাঁর উপর ভরসা রাখ, আর তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তোমার পালনকর্তা কিন্তু বে-খবর নন। -হূদ: ১২৩

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ

وَالْآصَالِ .

আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের প্রতিচ্ছায়া ও সকাল-সন্ধ্যায়। -রাদ: ১৫

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا

يَسْتَكْبِرُونَ.

আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু নভোমন্ডলে আছে এবং যা কিছু ভুমন্ডলে আছে এবং ফেরেশতাগণ; তারা অহংকার করে না। -নাহাল:৪৯

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ .

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। -নূর: ৪২

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ

الْخَاسِرُونَ.

আসমান ও জমিনের চাবি তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। - যুমার: ৬৩

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ

لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ .

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। -শুরা: ৪৯

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ

الْمُبْطِلُونَ .

নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের রাজত্ব আল্লাহরই। যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। -জাছিয়াহ: ২৭

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

অতএব, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, ভূ-মন্ডলের পালনকর্তা ও নভোমন্ডলের পালনকর্তা আল্লাহর-ই প্রশংসা। জাছিয়াহ: ৩৬

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে তাঁরই গৌরব। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। - জাছিয়াহ: ৩৭

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا .

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ফাতাহ: ৭

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান।

-ফাতহ : ১৪

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى.

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর, যাতে তিনি মন্দ কর্মীদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেন এবং সৎকর্মীদেরকে দেন ভাল ফল। -নাজম: ৩১

শিক্ষা–১

আয়াতগুলো পড়ে আমরা জানতে পারলাম যে দিকসমূহের মালিক আল্লাহ। আল্লাহ যেহেতু সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তাই তারই ইবাদত করতে হবে।

শিক্ষা–২

আসমান জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহর সামনে সেজদা করে। দেখুন সাপ সেজদারত। গরু ছাগল রুকু অবস্থায়। মানুষ কিয়াম অবস্থায়, গাছপালার পাতাসমূহ মাথাকে নিচের দিকে, ডালগুলো সেজদারত অবস্থায়। অতএব আমাদের উচিত আমরা সর্বদা আল্লাহর সামনে সেজদা করব।

শিক্ষা–৩

আমরা উদাসীন অবস্থায় ঘোরাফেরা করছি কিন্তু আমাদের জানা ছিলো যে, আমাদেরকে আবার আমাদের প্রভুর দিকে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো তাঁর কাছে যে ফিরে যাবো! তার জন্য আমাদের কী প্রস্তুতি আছে? আসুন আমরা মুসলমান হয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিই।

শিক্ষা–৪

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। এখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ যেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। আর ক্ষমা করার ইচ্ছা তখনই হবে যখন আমরা আল্লাহকে খুশি করতে পারবো। আল্লাহকে খুশি করার পদ্ধতি হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করা।

আসুন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করে আল্লাহকে খুশি করি এবং নিজেকে ক্ষমার যোগ্য বানাই আল্লাহ আমাদের উপর রাজি হয়ে ক্ষমা করে দেন।

তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেন। আল্লাহ তাকেই শাস্তি দেন, যার উপর তিনি নারাজ হন। আল্লাহ ওই লোকের উপর নারাজ হন যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না আল্লাহ ছাড়া অন্য কতককে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে, শিরক করে।

আসুন আমরা শিরক থেকে বাঁচি, আল্লাহকে বিশ্বাস করি, মুসলমান হয়ে আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি পাই। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথের সন্ধান দিন। আমিন।

শিক্ষা–৫

সবকিছুর উপর আল্লাহর রাজত্ব, চাঁদের ওপর রাজত্ব আল্লাহর। সূর্যের ওপর রাজত্ব আল্লাহ তা'আলার। দুনিয়ার কোনো রাজত্ব সেখানে রাজত্ব করতে পারে না। বাতাসের ওপর রাজত্ব আল্লাহর, আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবকিছুর উপরে রাজত্ব চলে আল্লাহর।

শিক্ষা–৬

আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। আল্লাহর ৯৯টি গুনগত নাম রয়েছে। এই নাম পড়ে যারা আল্লাহর কাছে দু'আ করবে আল্লাহ তাদের দু'আ কবুল করবেন।

আল্লাহর ৯৯ নাম

এই নামসমূহের ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনায় আল্লাহ তাআলার উদ্ধৃতি এসেছে

আল্লাহ বলে আহ্বান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহ্বান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই। --- সূরা বনী-ইসরাঈল আয়াত ১১০।

অনেকগুলো হাদিস দ্বারাই প্রমাণিত যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ'র অনেকগুলো নাম-এর উল্লেখ করেছেন।

উদাহরণ স্বরূপ, একটি বিশুদ্ধ হাদিসে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) জনাব মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উক্তি বর্ণনা করেন যে,

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ " . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ "مَنْ أَحْصَاهَا".

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার ৯৯টি নাম আছে; সেগুলোকে মুখস্থকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বিজোড় (অর্থাৎ, তিনি একক, এবং এক একটি বেজোড় সংখ্যা), তিনি বিজোড় সংখ্যাকে ভালোবাসেন। আর ইবনে উমরের বর্ণনায় এসেছে যে, (শব্দগুলো হলো) যে ব্যক্তি সেগুলোকে পড়বে"।[৪]

কুরআনের বর্ণনায় আল্লাহ'র গুণবাচক নামসমূহকে 'সুন্দরতম নামসমূহ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (নিম্ন-বর্ণিত দেখুন সূরা আল আরাফ ৭:১৮০, বনী-ইসরাঈল ১৭:১১০, ত্বোয়া-হা ২০:৮, আল হাশ্‌র ৫৯:২৪)।

কুরআনে প্রাপ্ত আল্লাহ'র ৯৯টি নাম

আরবীতে বর্ণান্তর অণুবাদ (আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপর অর্থ নির্ভরশীল)

কুরআন-কারীমে এই নামের ব্যবহার

১ الله আল্লাহ আল্লাহ অসংখ্যবার ব্যবহৃত।
২ الرحمن আর রাহমান পরম দয়ালু ।
৩ الرحيم আর-রহী'ম, অতিশয়-মেহেরবান ।
৪ الملك আল-মালিক, সর্বকর্তৃত্বময়।
৫ القدوس আল-কুদ্দুস, নিষ্কলুষ, অতি পবিত্র।
৬ السلام আস-সালাম, নিরাপত্তা-দানকারী, শান্তি দানকারী।
৭ المؤمن আল-মু'মিন, নিরাপত্তা ও ঈমান দানকারী।
৮ المهيمن আল-মুহাইমিন, পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণকারী।
৯ العزيز আল-আ'জীজ, পরাক্রমশালী, অপরাজেয়।
১০ الجبار আল-জাব্বার, দুর্নিবার।
১১ المتكبر আল-মুতাকাব্বিইর, নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।
১২ الخالق আল-খালিক্ব, সৃষ্টিকর্তা।
১৩ البارئ আল-বারী, সঠিকভাবে সৃষ্টিকারী ।
১৪ المصور আল-মুছউইর, আকৃতি-দানকারী
১৫ الغفار আল-গফ্‌ফার, পরম ক্ষমাশীল
১৬ القهار আল-ক্বাহার, কঠোর।
১৭ الوهاب আল-ওয়াহ্‌হাব, সবকিছু দানকারী।
১৮ الرزاق আর-রজ্জাক্ব, রিযকদাতা।
১৯ الفتاح আল ফাত্তাহ, বিজয়দানকারী।
২০ العليم আল-আ'লীম, সর্বজ্ঞ।
২১ القابض আল-ক্বাবিদ্ব', সংকীর্ণকারী।
২২ الباسط আল-বাসিত প্রশস্তকারী।
২৩ الخافض আল-খফিদ্ধু. অবনতকারী।
২৪ الرافع আর-রফীই', উন্নতকারী।
২৫ المعز আল-মুই'জ্ব, সম্মান-দানকারী।
২৬ المذل আল-মুদ্বি'ল্লু , বেইজ্জতকারী।
২৭ السميع আস্‌-সামিই', সর্বশ্রোতা।
২৮ البصير আল-বাছীর, সর্ববিষয়-দর্শনকারী।
২৯ الحكم আল-হা'কাম, অটল বিচারক।
৩০ العدل আল-আ'দল, পরিপূর্ণ-ন্যায়বিচারক।

৩১ اللطيف আল-লাতীফ, সকল-গোপন-বিষয়ে-অবগত।
৩২ الخبير আল-খ'বীর, সকল ব্যাপারে জ্ঞাত।
৩৩ الحليم আল-হা'লীম, অত্যন্ত ধৈর্যশীল।
৩৪ العظيم আল-আ'জীম, সর্বোচ্চ-মর্যাদাশীল।
৩৫ الغفور আল-গফুর, পরম ক্ষমাশীল।
৩৬ الشكور আশ্-শাকুর, গুণগ্রাহী।
৩৭ العلي আল-আ'লিইউ, উচ্চ-মর্যাদাশীল।
৩৮ الكبير আল-কাবিইর, সুমহান।
৩৯ الحفيظ আল-হা'ফীজ, সংরক্ষণকারী।
৪০ المقيت আল-মুক্বীত, সকলের জীবনোপকরণ-দানকারী।
৪১ الحسيب আল-হাসীব, হিসাব-গ্রহণকারী।
৪২ الجليل আল-জালীল, পরম মর্যাদার অধিকারী।
৪৩ الكريم আল-কারীম, সুমহান দাতা।
৪৪ الرقيب আর-রক্বীব, তত্ত্বাবধায়ক।
৪৫ المجيب আল-মুজীব, জবাব-দানকারী, কবুলকারী।
৪৬ الواسع আল-ওয়াসি', সর্ব-ব্যাপী, সর্বত্র-বিরাজমান।
৪৭ الحكيم আল-হাকীম, পরম-প্রজ্ঞাময়।
৪৮ الودود আল-ওয়াদুদ, (বান্দাদের প্রতি) সদয়।
৪৯ المجيد আল-মাজীদ, সকল-মর্যাদার-অধিকারী।
৫০ الباعث আল-বাই'ছ', পুনরুজ্জীবিতকারী।
৫১ الشهيد আশ্-শাহীদ, সর্বজ্ঞ-স্বাক্ষী।
৫২ الحق আল-হা'ক্ব, পরম সত্য।
৫৩ الوكيل আল-ওয়াকিল, পরম নির্ভরযোগ্য কর্ম-সম্পাদনকারী।
৫৪ القوي আল-ক্বউইউ, পরম-শক্তির-অধিকারী।
৫৫ المتين আল-মাতীন, সুদৃঢ়।
৫৬ الولي আল-ওয়ালিইউ, অভিভাবক ও সাহায্যকারী।
৫৭ الحميد আল-হা'মীদ, সকল প্রশংসার অধিকারী ।
৫৮ المحصي আল-মুহছী, সকল সৃষ্টির ব্যপারে অবগত।
৫৯ المبدئ আল-মুব্দি', প্রথমবার-সৃষ্টিকর্তা।
৬০ المعيد আল-মুঈ'দ, পুনরায়-সৃষ্টিকর্তা।
৬১ المحيي আল-মুহ'য়ী, জীবন-দানকারী।

৬২ المميت আল-মুমীত, মৃত্যু-দানকারী।
৬৩ الحي আল-হাইয়্যু, চিরঞ্জীব।
৬৪ القيوم আল-ক্বাইয়্যুম, সমস্ত কিছুর ধারক ও সংরক্ষণকারী।
৬৫ الواجد আল-ওয়াজিদ, অফুরন্ত ভা ারের অধিকারী।
৬৬ الماجد আল-মাজিদ, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।
৬৭ الواحد আল-ওয়াহি'দ, এক ও অদ্বিতীয়।
৬৮ الصمد আছ্-ছমাদ, অমুখাপেক্ষী।
৬৯ القادر আল-ক্বদির, সর্বশক্তিমান।
৭০ المقتدر আল-মুক্বতাদির, নিরঙ্কুশ-সিদ্ধান্তের-অধিকারী।
৭১ المقدم আল-মুক্বদ্দিম, অগ্রসারক।
৭২ المؤخر আল-মুয়াক্বিখর, অবকাশ দানকারী।
৭৩ الأول আল-আউয়াল, অনাদি।
৭৪ الأخر আল-আখির, অনন্ত, সর্বশেষ।
৭৫ الظاهر আজ-জ'হির, সম্পূর্ণ রূপে-প্রকাশিত।
৭৬ الباطن আল-বাত্বিন, দৃষ্টি হতে অদৃশ্য।
৭৭ الوالي আল-ওয়ালি, সমস্ত-কিছুর-অভিভাবক।
৭৮ المتعالي আল-মুতাআ'লি, সৃষ্টির গুনাবলীর উর্দ্ধে।
৭৯ البر আল-বার, পরম-উপকারী, অণুগ্রহশীল।
৮০ التواب আত্-তাওয়াব, তাওবার তাওফিক দানকারী এবং কবুলকারী ।
৮১ المنتقم আল-মুনতাক্বিম, প্রতিশোধ-গ্রহণকারী।
৮২ العفو আল-আ'ফউ, পরম-উদার।
৮৩ الرؤوف আর-রউফ, পরম-স্নেহশীল।
৮৪ مالك الملك মালিকুল-মুলক, সমগ্র জগতের বাদশাহ্।
৮৫ ذو الجلال والإكرام যুল-জালালি-ওয়াল-ইকরাম, মহিমান্বিত ও দয়াবান সত্তা।
৮৬ المقسط আল-মুক্বিসত, হকদারের হক-আদায়কারী।
৮৭ الجامع আল-জামিই', একত্রকারী, সমবেতকারী।
৮৮ الغني আল-গণিই', অমুখাপেক্ষী ধনী।
৮৯ المغني আল-মুগনিই', পরম-অভাবমোচনকারী।
৯০ المانع আল-মানিই', অকল্যাণরোধক।

৯১ الضار আয্-যর, ক্ষতিসাধনকারী।
৯২ النافع আন্-নাফিই', কল্যাণকারী।
৯৩ النور আন্-নূর, পরম-আলো।
৯৪ الهادي আল-হাদী, পথ-প্রদর্শক।
৯৫ البديع আল-বাদীই', অতুলনীয়।
৯৬ الباقي আল-বাক্বী, চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর।
৯৭ الوارث আল-ওয়ারিস', উত্তরাধিকারী।
৯৮ الرشيد আর-রাশীদ, সঠিক পথ-প্রদর্শক।
৯৯ الصبور আস-সবুর, অত্যধিক ধৈর্যধারণকারী।

শিক্ষা–৭

ফেরেস্তা ও পশু-পাখি আল্লাহর সেজদা করে।

হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলুন সকল রাজত্বের মালিক হলেন আল্লাহ। তিনি হলেন সকল বাদশাহর বাদশাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা বাদশাহী দান করেন, যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন।

বলুন সকল প্রসংশা মহান আল্লাহর যার কোনো সন্তানাদি নেই। এবং তার রাজত্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো শরিক বা অংশীদার নেই।

বলুন আল্লাহ সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন।

বলুন আল্লাহই তোমাদেরকে বানিয়েছেন। তোমাদেরকে কান, চোখ তিনিই দিয়েছেন।

বলুন আল্লাহই ক্ষেত উৎপাদন করেন, তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।

বলুন আল্লাহ এক। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। তার সমকক্ষ কেউ নেই।

বলুন আল্লাহ.....

قُلِ اللهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্যদান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ।নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। -আলে ইমরান: ২৬

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا .

বলুন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহয্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি স-সম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম বর্ণনা করতে থাকুন। -বনী ইসরাঈল:১১১

قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا.

বলুনঃ তারা কতকাল অবস্থান করেছে, তা আল্লাহই ভালো জানেন। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন। তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে নিজকর্তৃত্বে শরীক করেন না। -কাহাফ: ২৬

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ .

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ .

বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা সমবেত হবে। -মুলক : ২৩-২৪

শিক্ষা–১

রাজত্বের মালিক গণতন্ত্র বা রাজতন্ত্র নয়, বরং রাজত্বের মালিক হলেন আল্লাহ। তিনি সকল বাদশাহর বাদশাহ।

শিক্ষা–২

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার, তিনিই সকল নেয়ামত দান করেন। মানুষের প্রশংসা করা সেটাও আল্লাহর প্রশংসা।

শিক্ষা–৩

আল্লাহ ক্ষেত শষ্য উৎপাদন করেন। মানুষকে আবার আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার তৌফিক কান করুন। আমিন।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ .

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।

যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক।

ফাতিহা: ১-৩

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا .

সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি। -কাহাফ: ১

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ .

শুনছ, আসমানসমূহে ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর। আর এরা যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শরীকদের উপাসনার পেছনে পড়ে আছে-তা আসলে কিছুই নয়। এরা নিজেরই কল্পনার পেছনে পড়ে রয়েছে এবং এছাড়া আর কিছু নয় যে, এরা বুদ্ধি খাটাচ্ছে। -ইউনুস: ৬৬

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا .

তারা কি দেখেনি যে, যে আল্লাহ আসমান ও যমিন সৃজিত করেছেন, তিনি তাদের মতমানুষও পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম? তিনি তাদের জন্যে

স্থির করেছেন একটি নির্দিষ্ট কাল, এতে কোন সন্দেহ নেই; অতঃপর জালেমরা অস্বীকার ছাড়া কিছু করেনি| -বনী ইসরাঈল:৯৯

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ .

তুমি কি দেখ না যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করতঃ আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। প্রত্যেকেই তার যোগ্য এবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। তারা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

-আন-নূর: ৪১

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

জেনে রাখ, আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই; তোমরা যে অবস্থায় আছ তা তিনি অবশ্যই জানেন এবং যেদিন তাদেরকে তার কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে সেদিন তারা যা করত তিনি তাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। -আন-নূর: ৬৪

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। তুমি কি আরও দেখ না যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন । লুকমান: ২৯

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ .

এটাই প্রমাণ যে, আল্লাহ-ই সত্য এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে সব মিথ্যা। আল্লাহ সর্বোচ্চ, মহান। -লুকমান: ৩০

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ .

এটা এজন্যে যে, আল্লাহ মুমিনদের হিতৈষী বন্ধু এবং কাফেরদের কোন হিতৈষী বন্ধু নাই। -মুহাম্মাদ: ১১

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি শক্তিধর; প্রজ্ঞাময়। হাদীদ: ১

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। হাদীদ: ২

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব তাঁরই। সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। -হাদীদ: ৫

আসুন আমরা এবার ভাবি আমাদের স্রষ্টা কে?

প্রিয় ভাইটি আমার! আসুন আমরা একটু চিন্তা করি আমার স্রষ্টা সম্পর্কে, তিনি কে? এবং নিজের সম্পর্কে ভাবি আমি কথোয় ছিলাম ? কোথায় আছি? কথোয় যেতে হবে? আমাদের সৃষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তিনিই আহারদাতা তিনিই পালনকর্তা। তিনিই তো মাতৃগর্ভে আমাদের খাবার পৌঁছিয়ে ছিলেন। তিনিই মায়ের স্তনে দুধ দিয়ে আমার আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। এখনও আমার আহারের ব্যবস্থা তিনিই করছেন। তিনিই রাজ্জাক। তাঁরই দেওয়া চোক্ষু দিয়ে আমরা দেখি। তারই দেয়া মুখ দিয়ে আমরা কথা বলি। তাঁরই দেয়া পা দিয়ে আমরা চলি। আমরা যা কিছু দেখি আর না দেখি সব কিছু তাঁরই সৃষ্টি। গর্তের পিপীলিকা, সমুদ্রের মাছ ও বিভিন্ন জীব-জন্তু , পোকা-মাকড়, পশু-পাখি, সব কিছুরই স্রষ্টা যিনি, তিনিই হলেন আল্লাহ।

আল্লাহ একজন :

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন:

"তিনিই আল্লাহ্ , তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা।"

- আল-হাশর-:২২

সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ :

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে। যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহ্র সাথে তোমরা অন্য কাউকে সমকক্ষ করো না। বস্তুত এসব তোমরা জান।"

-সুরাা আল বাকারাহ্-:২১-২২

আসুন! আমরা এক আল্লাহর উপাসনা করি, তার সাথে কাওকে অংশীদার না বানাই। তার কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন।

আল্লাহর কোনো সন্তান নেই

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

" বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক, আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতূল্য কেউ নেই।"

-সুরা ইখলাস: ১-৪

আমরা অনেকেই মনে করি, 'যীশু আল্লাহর ছেলে' আমাদের এই ধারণাটি ভুল। যা আমরা উপর্যুক্ত আয়াত দ্বারা জানতে পারলাম।

স্রষ্টার নাম কি?

আমাদের স্রষ্টা ও মালিক যিনি তার নাম হলো আল্লাহ। কারণ আল্লাহ কুরআনে নিজেই বার বার তার নাম আল্লাহ বলেই উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতিক জড়বস্তুর মধ্যেও আল্লাহ তার নাম "আল্লাহ " দিয়ে প্রমাণিত করেছেন যে, তাঁর নাম 'আল্লাহ'।

যেমন দেখন, আল্লাহর কী কুদরত।

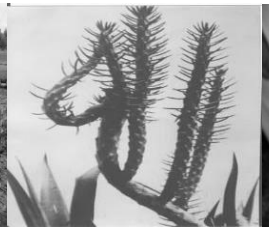

গাছের গোড়ায় আল্লাহ। গাছে আল্লাহ বেগুনের মাঝে আল্লাহ

তরমুজের মাঝে আল্লাহ রুকু রত গাছ গাভীর গায়ে আল্লাহ

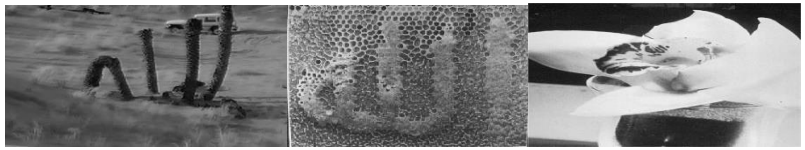

গাছের মধ্যে আল্লাহ মৌচাকে আল্লাহ ফুলের মধ্যে আল্লাহ

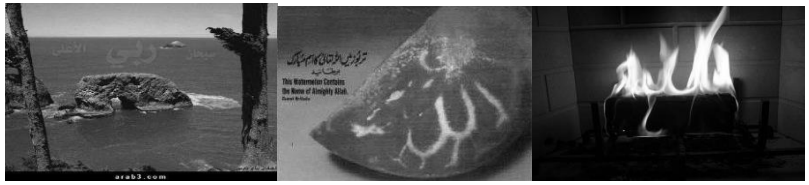

সেজদারত পাথর তরমুজের মধ্যে আল্লাহ আগুনের মধ্যে আল্লহ

মাছের মধ্যে আল্লাহ গাছের মধ্যে আল্লাহ মাছের মধ্যে আল্লাহ

মাছের মধ্যে আল্লাহ কতবেলে আল্লাহ শামুকে লেখা আল্লাহ

পাহাড়ের মধ্যে লেখা আল্লাহ টমেটোর মধ্যে আল্লাহ পাহাড়ে লেখা আল্লাহ

ভাজা ডিমে মধ্যে আল্লাহ, চামড়ার মধ্যে আল্লাহ ও মুহাম্মদ, গাছের পাতায় আল্লাহ

ফলের মধ্যে আল্লাহ। বিশ্ব মানচিত্রে আল্লাহ। কানের মধ্যে আল্লাহ

পাহাড়ে আল্লাহ্ ডিমের মধ্যে আল্লাহ

সমুদ্রের ডেউ-এ আল্লাহ লাউ-এর বীজে আল্লাহ রুটির মধ্যে আল্লাহ

আঙ্গুলের মধ্যে আল্লাহ। হাতের মধ্যে আল্লাহ ।

এসব জিনিস প্রমাণ করে যে, মহান শক্তিশালী মালিকের নাম হলো আল্লাহ। এর পরও কি মানুষ বুঝেনা! আমার বুঝে আসে না এরপরও কেন মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারও পুজা-উপাসনা করে। এ ছাড়াও আল্লাহ তাঁর নামের বহিরপ্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন জীব-জন্তু নবজাত শিশু, পশু-পাখির মুখথেকে আল্লাহ শব্দ বের করে বাস্তবেই প্রমাণ করেছেন যে, সকলের স্রষ্টার নাম আল্লাহ। যেমন কাকে বলে 'আল্লাহ'। মুরগে বলে 'আল্লাহ'। ভাগে বলে 'আল্লাহ'। ইত্যাদি

Facebook, youtube, google,wcompedia নিম্নের বিষয়গুলো টাইপ করুন। দেখবেন পশু-পাখি কিভাবে "আল্লাহ" নাম উচ্চারণ করে।

1- New born baby says allah allahand die say allah allah
2- Crow says allah seven times
3- Hen saying allah allah
4- Lion says allah allah
5- More lion says allah allah
6- Cow saying allah allah
7- Small dog says allah allah

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আপনারা কি কখনো শুনেছেন বা দেখেছেন? যে, কোনো প্রাকৃতিক কিছুর মাঝে লেখা আছে " ঈশ্বর বা ভগবান"? আমার মনে হয় তা কখনও দেখেন নি এবং তা শুনেন নি। যদি পৃথিবীর কোথাও দেখা যেতো, তাহলে তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে যেত। এর দ্বারা বুঝা যায় "আল্লাহ"ছাড়া অন্য কোনো শব্দে ডাকা বা অন্য কাউকে মানা, যেমন ঈশ্বর, সদাপ্রভূ, যীশুখ্রিষ্ট, ভগবান, ইত্যাদি নামে ডাকা বা মানা নেহায়েত বোকামি ছাড়া আর কিছুই না।

আসুন! আমরা আল্লাহকে "আল্লাহ" বলে ডাকি এবং শুধু মাত্র তাঁরই উপাসনা করি। আল্লাহকে ডাকলে ও তাকে মানলেই দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে, অন্যথায় মুক্তির কল্পনাও করা যাবে না। এই আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা যাবে না।

আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা সবচেয়ে বড় গোনাহ

প্রকৃত প্রভু-আল্লাহ পাকের পবিত্র বাণী কুরআনুল কারীমের ভাষ্য মতে- নেককাজ ছোট ও বড়; এই দুই প্রকারে বিভক্ত। তেমনিভাবে তাঁর নিকট পাপ এবং পাপাচারও দুই প্রকারে বিভক্ত। তিনি আমাদেরকে বলেছেন, যে পাপের কারণে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে, যে পাপ কখনো ক্ষমা করবেন না, যে পাপের কারণে আমৃত্যু জাহান্নামের কঠিন আগুনে জ্বলতে হবে, সেই পাপ হলো অদ্বিতীয় মহান মালিক আল্লাহর সাথে কাউকে 'শরীক করা'।

এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত করা, হাত জোড় করা, তাঁকে রেখে অন্য কাউকে উপাসনার যোগ্য মনে করা; জন্ম-মৃত্যুদানকারী, রিযিকদাতা, ত্রাণকর্তা ও পাপ থেকে মুক্তিদাতা মনে করা মারাত্মক গর্হিত কাজ। দেব-দেবী, চন্দ্র-সূর্য, নবী-রসুল এবং যে কোনো বস্তুকে উপাসনার উপযুক্ত মনে করা শিরক। আল্লাহ তা'আলা যা কখনোই ক্ষমা করবেন না। শিরক ছাড়া অন্য যে কোনো গোনাহ আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। আমাদের বিবেকের কাছেও অংশিদারিত্ব মারাত্মক গর্হিত কাজ। অংশিদারিত্বকে আমরাও কোনোদিন মেনে নিতে পারি না। যেমন- কারো স্ত্রী ঝগড়াটে, মন্দচারিণী, অবাধ্য এবং বেপরোয়া স্বভাবের ; স্বামী তাকে ঘর থেকে বেড়িয়ে যেতে বলার পর সে বলতে থাকে, আমি শুধু তোমার, তোমারই থাকবো, তোমার দরজায় মরবো, একপলকের জন্যও তোমার ঘর থেকে বেড়িয়ে যাবো না, তাহলে স্বামী শত গোস্বার পরও তাকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবে। অপরদিকে কারো স্ত্রী অত্যন্ত স্বামী সোহাগা এবং অনুগত; সর্বদা সে স্বামীর চিন্তায় অস্থির। স্বামী গভীর রাতে ঘরে ফিরলে তার অপেক্ষায় বসে থাকে, খাবার গরম করে দেয়, প্রেম-ভালোবাসায় স্বামীকে ডুবিয়ে রাখে। একদিন প্রিয় স্ত্রী আদরের স্বামীকে বলে, তুমি তো আমার জীবন সঙ্গী। তোমার উপর আমার কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু তোমার একার দ্বারা আমার চাহিদা মেটে না। তাই আমার অমুক পড়শীকেও আজ থেকে আমার স্বমীরূপে গ্রহণ করলাম। সামান্যতম আত্মমর্যাদাবোধ যদি সেই স্বামীর থাকে, তাহলে কখনোই সে তা সহ্য করতে পারবে না। হয়তো সে স্ত্রীকে গলাটিপে হত্যা করবে অথবা নিজে আত্মহত্যা করবে।

এটা কেন হচ্ছে? তার একমাত্র কারণ হলো, স্বামী কখনোই স্ত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত অধিকারে অন্য কাউকে অংশীদার হিসেবে দেখতে চায় না। একটি

শুক্রকণা থেকে সৃষ্টি মানুষ যখন অংশীদারিত্বকে মেনে নিতে পারে না, তাহলে যে মহান প্রভু নাপাক ক্ষুদ্রকীট হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তিনি কী করে তাঁর একক সৃষ্টিতে অংশীদারিত্ব মেনে নিবেন? তার সাথে অন্য কারো উপাসনা মেনে নিবেন? যখন দুনিয়ার সবকিছু তিনিই দিয়েছেন।

যেভাবে একজন চরিত্রহীন নারী সব পুরুষকে আশ্রয় দেয়ার ফলে নীচু বলে পরিচিতি লাভ করে, তেমনি আল্লাহর দরাবরে ঐ ব্যক্তি আরো বেশি নিকৃষ্ট, যে তাঁকে ছেড়ে অন্য কোনো জিনিসের উপাসনায় মগ্ন হয়।

প্রিয় পাঠক! আসুন! আমরা এক আল্লাহর উপসনা করি এবং তার সাথে কাওকে শরিক না করি। তাঁর প্রেরিত নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসাবে মানি এবং পরকালের উপর বিশ্বাস রেখে পাক্কা মুসলমান হয়ে যাই। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আমিন!

সমাপ্ত